গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তৃণমূল কার্যালয়ে হামলা, জখম ১০

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে আহত হলেন কমপক্ষে ১০জন তৃণমূল কর্মী। তাঁদের মধ্যে চারজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের কিশোরপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আহতরা হলেন প্রদীপ হাজরা, উত্তম বেরা, গোপাল ঘোড়ুই, রণজিৎ ঘোড়ুই। এছাড়াও আহত হয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা চন্দনা সিং। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে দ্বারকেশ্বর নদের বাঁধ ভেঙেছিল কিশোরপুর ২নং অঞ্চলের ঘাসুয়া ও তালিতে। এরফলে ওই দুই এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। ঘরবাড়ির পাশাপাশি বহু কৃষি জমি জলের তলায় চলে যায়। ধানগাছ নষ্ট হয়ে যায়। তাই জল নেমে যেতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন করে ধান চাষের জন্য ধানের বীজ পাঠিয়েছিল। এদিন সন্ধ্যায় তালিত ও ঘাসুয়া দুটি তৃণমূল কার্যালয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছিল। তখনই ওই দুই তৃণমূল কার্যালয়ে দলেরই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর লোকেরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রে অভিযোগের তীর তৃণমূল নেতা গোপাল মাইতি ও দীপেন মাইতির বিরুদ্ধে। আক্রান্তদের অভিযোগ, এদিন রাত ৮টা নাগাদ ২০-২৫ জনের এক দুষ্কৃতী দল তালিত তৃণমূল কার্যালয়ে হামলা চালায়। লাঠি, রড ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। কিছু কর্মী পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। মারের চোটে জ্ঞান হারান প্রদীপ হাজরা ও উত্তম বেরা। দলীয় কার্যালয়েও ভাঙচুর চালায় ওই দুষ্কৃতীরা। কার্যালয়ের মধ্যে থাকা কাগজপত্র ছিঁড়ে নষ্ট করে দেয়। এরপর তারা চলে গেলে এলাকার তৃণমূল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রদীপ ও উত্তমকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। জানা গেছে, প্রদীপের মাথা ফেটে গেছে। তার মাথায় ১২টি সেলাই দিতে হয়েছে। অন্যদিকে উত্তমের পা ফেটে গেছে। এদিকে ওই একই সময়ে ওই দুষ্কৃতী দল ঘাসুয়া তৃণমূল কার্যালয়েও হামলা চালায়। সেখানেও কার্যালয়ের মধ্যে থাকা কর্মীদের মারধর করে। মারের চোটে গুরুতর জখম হন গোপাল ঘোড়ুই ও রণজিৎ ঘোড়ুই। তাঁদেরকেও আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা গোপাল মাইতি। তিনি বলেন, এরকম একটা ঘটনার কথা শুনেছি। ত্রাণ আসা সত্ত্বেও বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ না দেওয়ায় দুর্গতরা নাকি হামলা চালিয়েছে। তবে এর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের নাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা বদনাম দেওয়া হচ্ছে।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ আবারও বিয়ে বন্ধ করল হুগলির গোঘাট প্রশাসন। শুক্রবার রাতে এক নাবালিকার বিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই নাবালিকার নাম শম্পা মালিক। বাড়ি গোঘাটের সিংড়াপুর গ্রামে। তবে তার বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তার মামা বাড়ি গোঘাটেরই দড়িনকুণ্ডা গ্রাম থেকে। শুক্রবারই ছিল বিয়ের তারিখ। শম্পার বাবা অনন্ত মালিক পেশায় দিনমজুর। জানা গেছে, শম্পা সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তার বয়স ১৭ বছর। শুক্রবার বিয়ের জন্য মামাবাড়িতে সমস্ত কিছু আয়োজন করা হয়েছিল। পাত্রের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের রামজীবনপুরে। গায়ে হলুদ থেকে কনে স্নানের পর সন্ধ্যাবেলা কনেকে সাজানো হয়ে গিয়েছিল। অতিথিরাও পৌঁছে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও সম্পূর্ন হয়েছিল। এমনকি

গোঘাট

বরও এসে গিয়েছিলেন। তখনই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ বিয়ের আসরে পৌঁছায়। তারা জানিয়ে দেয় এই বিয়ে কোনওভাবে সম্ভব নয়। কারণ মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি। তাই এই বিয়ে বন্ধ রাখতে হবে। নাহলে আইনত শাস্তি পেতে হবে। এরপরেই শম্পার বাবা, মা ও অন্যান্যরা এ বিয়ে বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা মুচলেকা দিয়ে জানিয়ে দেন মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এরপরেই পুলিশ ফিরে যায়। পাশাপাশি হতাশ হয়ে বরকেও ফিরে যেতে হয়। পুরো বাড়িতে এরকম শোকের ছায়া নেমে আসে। শম্পার বাবা অনন্ত মালিক জানান, অভাবের সংসার। তাই ভালো পাত্র পেয়ে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলাম। আইন সম্পর্ক এতকিছু জানা ছিল না।

খানাকুলে বাস উল্টে জখম ৪০

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ দ্রুত গতিতে যাওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে গেল রাস্তার উপরেই। ঘটনার জেরে বাসের মধ্যে থাকা ৪০জন যাত্রী আহত হন। তাদের মধ্যে ৩০জনকে খানাকুল হাসপাতালে ও বাকিদের আরামবাগ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের মায়াপুর- গড়েরঘাট রাস্তায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এদিন সকালে ওই বাসটি গড়েরঘাট থেকে তারকেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। পথে সাইবোনা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আসার সময় হঠাৎই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘটনার পর, স্থানীয় গ্রামবাসী ও খানাকুল পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় ওই বাসের মধ্য থাকা ৪০জন যাত্রীকে আহত অবস্থায় বাসের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এদিন ঘটনাপ্রসঙ্গে হসপিটালের বেডে শুয়ে ওই বাসের যাত্রী নেপাল বাগ, রমাপদ ধাড়া, গোপাল হাজরারা বলেন, অন্যান্যদিনের মতো এদিন সকালেও কাজের সূত্রে তারকেশ্বরের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এদিন প্রথম থেকেই বাসটি অন্যদিনের তুলনায় বেশ জোরেই চলছিল।

সাইবোনা ব্রিজের কাছে আসতেই হঠাৎ এক প্রবল ঝাঁকুনি ও সেই সাথে বাসটি উল্টে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে রাস্তার উপরেই উল্টে যায়। পাশে কিছু দূরে নয়নজুলিতে উল্টালে আরও বড় বিপদ হত। খানাকুল থানার পুলিশ জানিয়েছে, বাসটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। চালকের খোঁজ চলছে।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান

আদালতের নির্দেশ, স্বামীর খুচরো পয়সা নিতে বাধ্য হলেন স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ খুচরো পয়সায় নাকাল ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ জনতা। আদালতে ভরণপোষণ দায়ের করা মামলায় স্বামী তাঁর স্ত্রীকে খুচরো পয়সা দেওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন প্রাপক স্ত্রী। এদিন শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে টুম্পা নন্দী নামে এক মহিলা আদালতের ভিতরে খুচরো পয়সা গুনছিলেন। তা দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে আদালত চত্বরে। টুম্পাদেবীর অভিযোগ, স্বামী সিদ্ধার্থ নন্দী ২, ৫, ১০ টাকার খুচরো পয়সা দেওয়ায় তিনি সমস্যায় পড়েছেন। এদিন ওই মহিলা আদালতে গিয়ে তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয় যেহেতু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুচরো পয়সা দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি তাই স্বামীর দেওয়া খুচরো পয়সা তাঁকে নিতে হবে। অগত্যা সেই খুচরো পয়সার স্যুটকেশ বাড়ি নিয়ে যেতে তাঁকে হিমশিম খেতে হয়। তবে আদালতে নির্দেশ দিলেও বাস্তবে কিন্তু সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ জনতা। কারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কোনও খুচরো পয়সা না নেওয়ায় সমস্যা আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

গোঘাটের ভাবাদিঘি ঘুরে গেল এপিডিআর

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলি জেলার গোঘাট থানার ভাবাদিঘির কথা এখন আর কারও অজানা নয়। ভাবাদিঘির উপর দিয়ে যাতে ভারতীয় রেল যেতে না পারে তার জন্য দীর্ঘদিন ভাবাদিঘির পাড়ে বসবাসকারী কিছু মানুষ আন্দোলন করে চলেছেন। সেই আন্দোলন কিছুদিন যাবৎ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে।

তাই সেই আন্দোলনে অক্সিজেন দিয়ে উজ্জীবিত করার জন্য এপিডিআর-এর এক প্রতিনিধি দল ভাবাদিঘি ঘুরে গেল। ভাবাদিঘির মানুষের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন একটি পুস্তিকা। যে পুস্তিকায় রয়েছে ভাবাদিঘির মানুষের আন্দোলনের কথা। যা তাঁদের উজ্জীবিত করবে বলে জানালেন এপিডিআর-এর জেলা সম্পাদক অরিজিৎ গাঙ্গুলি। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন অমল রায়, জয়দেব দাস, মানিক ঘোষ, অশোক দেবরায় প্রমুখ।

ধনিয়াখালিতে তৃণমূলের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ স্বর্গীয় অসিত দত্ত স্মৃতি রক্ষার্থে হুগলির ধনিয়াখালি তৃণমূল কংগ্রেস, কিষাণ ক্ষেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেস, যুব ও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। গোপীনগর যুব সংঘ মাঠে এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, মন্ত্রী অসীমা পাত্র, বিধায়ক রচপাল সিং, মানস মজুমদার, প্রবীর ঘোষাল বেচারাম মান্না, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী ও তৃণমূল নেতা তথা অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক রামেন্দু সিংহ রায়। রামেন্দুবাবু জানান, রাজ্যের একজন ব্যক্তিও যাতে রক্তের অভাবে মারা না যান তাই এই মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই রক্তদান শিবির এবছর ৮-এ পা দিল। এদিনের শিবিরে প্রত্যেক রক্তদাতাকে ২টি করে আমগাছের চারা উপহার দেওয়া হয়। মোট ১৫ হাজার চারা গাছ এদিন বিলি করা হয়। জানা গেছে, এই শিবিরে ১ হাজার মানুষ রক্তদান করেন।

বাঁশবেড়িয়ায় বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁশবেড়িয়া ঃ হুগলির বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার ১৬নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দাসের উদ্যোগে ত্রিবেণী আমতলা সেবক সমিতি ক্লাবে পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকদের নিয়ে বিনা ব্যয়ে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানে রোগী দেখার পাশাপাশি বিনা খরচে ওষুধ দেওয়া হয় বলে জানালেন, ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দাস।

তারকেশ্বরে ট্রাক উল্টে জখম ৩৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ একটি ছোট ট্রাক উল্টে আহত হলেন কমপক্ষে ৩৩জন। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ধনিয়াখালি থানার নারায়ণপুর গ্রামের ১৭নং তারকেশ্বর-বর্ধমান রোডে। এদিন সকাল ৫টা নাগাদ একদল খেতমজুর ওই ট্রাকে করে ট্রেন ধরার জন্য তারকেশ্বর যাচ্ছিলেন। তখনই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। স্থানীয় মানুষ তাঁদের উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহতদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। তাঁদের মধ্যে ৪জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শ্রীরামপুরে নিখোঁজ ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ স্কুল গিয়ে আর বাড়ি ফিরল না ছাত্র। গত বুধবার স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল হুগলির শ্রীরামপুর নেতাজী বয়েজ স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র সুদীপ সরকার। পরীক্ষা দিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। ওই দিন রাত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে পরদিন শ্রীরামপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে তার পরিবার। তার নিখোঁজের খবর পেয়ে রাতে স্কুলের সব ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেন স্কুলের শিক্ষকরা। জানা গেছে, স্কুল ছুটির পর সুদীপ একটি চায়ের দোকানে বসেছিল। দোকানদার তাকে বাড়ি যেতে বললে সে বলে তাকে বাড়ি থেকে নিতে আসবে।

যদিও সুদীপ স্কুলে একাই যাওয়া আসা করত। তাকে কেউ নিয়ে গেল নাকি পরিচিত কারও সঙ্গে কোথাও গেল সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না ছাত্রর পরিবার।

MOL Darin
Your new horizon of investment
LFS
The taste of money
MONEYLICIOUS SECURITIES PVT. LTD.
LFS BROKING PRIVATE LIMITED
MOLDARIN INVESTMENTS CONSULTANTS PVT.LTD.
বিঃ দ্রঃ- বেকার ছেলে মেয়েরা ও হতাশ এজেন্টরা !
শেয়ার বাজারে আইন সম্মত ভাবে NISM Course করে আয় করার সুযোগ নিন।
Franchisee দেওয়া হয়।
Regional Office:- U.B.I. Building (1st Floor)
Link Road, Arambagh, Hooghly,
WEST BENGAL,Pin-712601
Ph.No. - 03211-256507
Mobile:- 9564355907 / 9563200600
Tollfree No.-18001211452
We are No-1 research team in India and Z.Business and CNBC AWAZ 2015-2016 award winner

সিঙ্গুরে ছাই দিয়ে পুকুর ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ কয়েক মাস ধরে হুগলির সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রের বাগডাঙ্গা ছিন্নামোড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছুটিপুর এলাকায় বেশ প্রাচীন একটি পুকুর রায় পরিবারের সদস্যরা বিক্রি করে দেন স্থানীয় বিকাশ কোলে নামে এক যুবকের কাছে। কিন্তু পুকুরটি কেনার তিন মাসের পর থেকে শুরু হয়ে যায় ভরাটের কাজ। এর জন্য ব্যান্ডেল থেকে লরি লরি ছাই আনা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, জন্মের আগে থেকেই এখানে পুকুরটি ছিল। কিন্তু বাগডাঙ্গা ছিন্নামোড় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সভাপতি অদ্বৈত দাস জানান, এটা পুকুর নয়, কলার বাগান বলে কাগজপত্র রয়েছে। তাই কলার বাগান মাটি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে। কিন্তু এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা অভিযোগ করেছেন, এতদিনের পুকুরটি এভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তার প্রতিবাদ করে জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে বাগডাঙ্গা ছিন্নামোড় পঞ্চায়েতের সদস্য গোরাচাঁদবাবু জানান, আমার এলাকার পুকুরটি ভরাটের কাজ হচ্ছে। আমি কাজ বন্ধ করার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু পঞ্চায়েত সভাপতির জন্য কাজটি বন্ধ হয়নি। আমি জানতে পারি এলাকার বাসিন্দারা এই পুকুর ভরাটের কাজ বন্ধ করতে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছেন।

দীর্ঘ ৫০ বৎসর প্রতিক্ষার পর আরামবাগের বিধায়ক
সম্মানীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও সভাপতিত্বে এবং
আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমায়,
৫১তম নিখিল ভারত ব্রতচারী নায়ক মহাশিবির
২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত
স্থান ঃ মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়, মুথাডাঙ্গা
ঃপরিচালনায় ঃ
ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলী
আয়োজক ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
অংশগ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। যোগাযোগ করুন
Mob. 7548038080/9609542101/9733858794/9093014017